দৈনিক জনকণ্ঠ

তারিখ 07 SEP 1996
পৃষ্ঠা ৮ কলাম ২

বিশ্ববিদ্যালয়ে শান্তি চুক্তি

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে শান্তির সুবাতাস বইবার এক উজ্জ্বল সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে। বিবদমান দু'টি ছাত্রসংগঠন—ছাত্রলীগ ও ছাত্রদলের নেতারা গত বৃহস্পতিবার একটি ঐতিহাসিক চুক্তি স্বাক্ষর করেছেন। যার লক্ষ্য হচ্ছে– বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষার সুষ্ঠু পরিবেশ ফিরিয়ে আনা, ক্যাম্পাসে শান্তি-শৃঙ্খলা পুনর্প্রতিষ্ঠা, সার্বিক পরিস্থিতির উন্নতি এবং বর্তমান অচলাবস্থার নিরসন করা। ভারপ্রাপ্ত উপাচার্য, ভারপ্রাপ্ত প্রোক্টর এবং ছাত্র ঐক্যের নেতাদের মধ্যস্থতায় বিবদমান ছাত্রলীগ ও ছাত্রদলের মধ্যে সম্পাদিত এই চুক্তিকে 'সামগ্রিক অর্থে বিশ্ববিদ্যালয়ের সকল সংগঠনের চুক্তি বলে অভিহিত করা যায়। আমরা এ চুক্তিকে অভিনন্দন জানাই। আর একই সঙ্গে এই বিশ্বাস ও আশাবাদ ব্যক্ত করতে চাই যে, এই ঐতিহাসিক চুক্তি তার কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্য অর্জনে সক্ষম হবে। তার কারণ এই বিবদমান ছাত্রসংগঠনের নেতারা বিলম্বে হলেও এ সত্যটি উপলব্ধি করতে পেরেছেন যে, শিক্ষাঙ্গন রণাঙ্গন নয়। নিজেদের ভবিষ্যত গড়ার স্বার্থে যেমন, তেমনি সকল শিক্ষার্থীর স্বার্থে, দেশ ও জাতির স্বার্থেই শিক্ষাঙ্গনের পবিত্রতা রক্ষা করা, শিক্ষার সুষ্ঠু পরিবেশ নিশ্চিত করা তাদেরই পবিত্র দায়িত্ব।

সম্প্রতি হল দখল, সিট দখল এবং ক্যাম্পাসে আধিপত্য বিস্তারের হীন প্রচেষ্টাকে কেন্দ্র করে সংঘটিত বন্দুকযুদ্ধ ও রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষের দরুন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে এক অরাজক, বিশৃঙ্খল ও অনিশ্চিত পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছিল। এই চুক্তি সম্পাদনের ফলে সেই অনিশ্চিত পরিস্থিতির অবসান ঘটবে বলে আপাতত মনে হচ্ছে। কারণ, সঙ্কীর্ণ দলীয় রাজনৈতিক সংঘাতের বাইরেও বিশ্ববিদ্যালয়ে রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষের অন্যতম কারণগুলো এবার তাঁরা চিহ্নিত করেছেন। আর সেজন্যই তাঁরা তাঁদের দশ দফা চুক্তিতে বহিরাগত দলীয় কর্মীদের হল থেকে বিতাড়ন, বৈধ ছাত্রদের হলে ওঠা নিশ্চিতকরণ, কোন সংগঠনের স্বাভাবিক সাংগঠনিক কাজকর্মে অন্য সংগঠন কর্তৃক বিঘ্ন সৃষ্টি না করা, পরস্পরের প্রতি হুমকি প্রদান বন্ধ, দলীয় কর্মীদের কৃত অপরাধের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ, প্রয়োজনে দল থেকে বহিষ্কার এবং সর্বোপরি শৃঙ্খলা ভঙ্গের দায়ে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের সিদ্ধান্ত মেনে নেয়ার অঙ্গীকার করেছেন। আশা করা যায় এই চুক্তি বাস্তবায়িত হলে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে সন্ত্রাসী তৎপরতা নিশ্চিতভাবেই হ্রাস পাবে এবং ক্যাম্পাসে শিক্ষার সুষ্ঠু পরিবেশ পুনর্প্রতিষ্ঠিত ও নিশ্চিত হবে।

প্রসঙ্গত শিক্ষাঙ্গনসহ গোটা দেশ ও সমাজ থেকে সন্ত্রাস নির্মূল করবার ব্যাপারে বর্তমান সরকারের কৃত সঙ্কল্পের কথা এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে। প্রধানমন্ত্রী বরিশাল বিভাগের আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি সংক্রান্ত পর্যালোচনা বৈঠকে আবারও সন্ত্রাস দমনে কঠোর পদক্ষেপ নেয়ার জন্য আইন প্রয়োগকারী সংস্থার সদস্যদের প্রতি নির্দেশ দিয়েছেন। তিনি দ্ব্যর্থহীন কণ্ঠে বলেছেন, 'সন্ত্রাস নির্মূল করতে আমরা সম্ভাব্য সব কিছু করব। এমনকি আমার দলেরও কেউ সন্ত্রাসী হলে তাকে রেহাই দেবেন না, মন্ত্রী-এমপিদের অনুরোধেও ছাড়বেন না।' প্রধানমন্ত্রীর এই নির্দেশ থেকে স্পষ্টই বোঝা যায় সন্ত্রাসের মূলোৎপাটনে তিনি কতটা আগ্রহী ও আন্তরিক। প্রধানমন্ত্রীর এই নির্দেশ যদি যথাযথভাবে পালিত হয়, দেশব্যাপী যদি অবৈধ অস্ত্র উদ্ধার ও সন্ত্রাসীদের গ্রেফতার অভিযান আরও জোরদার করা হয়, তাহলে অদূর ভবিষ্যতে সন্ত্রাসমুক্ত সমাজ প্রতিষ্ঠা করা অসম্ভব কোন কাজ নয়।

বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষার সুষ্ঠু পরিবেশ পুনর্প্রতিষ্ঠা এবং বিশ্ববিদ্যালয় অঙ্গনে সংঘর্ষ-সংঘাত এবং সন্ত্রাসী তৎপরতা বন্ধের লক্ষ্যে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রসংগঠনগুলো মতৈক্যে পৌঁছে এবং একটি নজিরবিহীন কাঙ্ক্ষিত চুক্তি স্বাক্ষর করে এক অনুকরণীয় দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে। তাদের এই অনুকরণীয় দৃষ্টান্ত যদি দেশের অন্যান্য সংঘর্ষক্ষুব্ধ উচ্চতর শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে অনুসরণ করা হয়, তাহলে আমাদের বিশ্বাস দেশের শিক্ষাঙ্গনে সহজেই সংঘাত-সংঘর্ষের অবসান হতে পারে এবং সেইসঙ্গে শিক্ষাঙ্গনে প্রতিষ্ঠিত হতে পারে শিক্ষার উপযুক্ত পরিবেশ। আমরা আশা করি, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রসংগঠনের নেতাদের দৃষ্টান্ত অনুসরণে এগিয়ে আসবেন দেশের অন্যান্য উচ্চতর শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ঐতিহ্যবাহী ছাত্রসমাজ।